উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং-
তারিখ- ১৩/০৪/২৩

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

২০/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকডীয় মালিক ছিলেন আছরজ্জমা গং চার ভ্রাতা। আর এস ২০৩৯ নং খতিয়ান তাদের নামে হুড়ান্ত প্রচার আছে। আর এস রেকর্ডী আবদুল ছত্তার মরনে তার এক স্ত্রী, ৩ ভ্রাতা আছরজ্জমা গং ও ০২ ভগ্নী আমেনা ও জামেনা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবদুল ছত্তারের স্ত্রী অনালিশী ৪৪১০,৪৪২০, ৪৪৩০ দাগে সম্পত্তি নিয়ে নালিশী দাগের সম্পত্তি আছরজ্জমা গং বরাবর আপোষে ত্যাগ করে। একইভাবে জামেনা খাতুন নালিশী দাগের ভুমি ত্যাগ পূর্বক অনালিশী দাগরে সম্পত্তি গ্রহন করে। আর এস রেকর্ডী আছরজ্জমা মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কন্যা আবদুল হালিম, আবদুল হামিদ, ছমুদা খাতুন, গোলচেহের খাতুন বিলকিছ খাতুন ও ২য় স্ত্রী গোল চেহের খাতুন প্রাপ্ত হয়। আছরজ্জমার ২য় স্ত্রী গোলচেহের ও তৎকন্যাগণ নালিশী ৮৮৯১ দাগের ও অনালিশী দাগে ২২ শতক সম্পত্তি ২০/০৫/৭৪ ইং তারিখে আবদুল হামিদ বরাবর হস্তান্তর করে। এছাড়া আবদুল হামিদ আছরজ্জমার বোন আমিনা খাতুনের ওয়ারীশগনের নিকট হতে্২/- ৪.৫০ দন্ত ভুমি আবদুল হামিদ খরিদ করেন। পরবতীতে আর এস রেকডী গুরা মিয়ার নিকট হতে ৬.৫০ শতক ভুমি আবদুল হামিদ ও আবদুল হালিম খরিদ করেন। পরবর্তীতে আবুদল হামিদের নামে বি এস খতিয়ান হয়। আবদুল হামিদ মরনে ১/২ নং বাদী সহ ১ স্ত্রী ও ৬ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবদুল হামিদের স্ত্রী নালিশী ও অনালিশী দাগে ৮ শতক ভুমি বাদীগণ বরাবর হেবা করে। এছাড়া আবদুল হামিদের কন্যাগণ নালিশী ও অনালিশী দাগে ২৫ শতক ভুমি বাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করেন। বাদীগনের অপরাপর ভগ্নীগণও তাদের স্ব স্ব অংশ বাদীগণ বরাবর হেবামুলে হস্তান্তর করেন। এভাবে বাদীগণ তফসিলোক্ত দাগের ভুমিতে আবদুল হামিদের সমুদয় ৩১.৩৪ শতক ভুমি মৌরশী , খরিদ হেবা ও ফতু সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে তথায় মাটি ভরাটক্রমে ভিটিতে রূপান্তর করে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। বিগত ০৪/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে জোর পূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া বাদীগণ কে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করিলে বাদীগণ অনন্যপায় হয়ে মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারীপক্ষের বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক ১-৬ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। উক্ত লিখিত আপত্তির মুল বক্তব্য এই যে,

নালিশী সম্পত্তির এর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক আছরজ্জমা গং চার ভ্রাতা প্রত্যেকে হিস্যা অনুযায়ী ৩০.২৫ শতক করে ভূমি প্রাপ্ত হয়। আছরজ্জমা মারা গেলে ২ পুত্র আবদুল হালিম ও আবদুল হামিদ এবং ৩ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদীগণ আবুদল হামিদের ওয়ারীশ এবং আবদুল হালিমের ওয়ারীশ অত্র বিবাদীগণ হয়। বি এস জরিপ অত্র বিবাদীর পূর্ববর্তীর নামে শুদ্ধ রুপে রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষ ১৯৭৪ সনে নালিশী ও অনালিশী দাগে ২২ শতক ভূমি খরিদের বিষয়ে বললেও নালিশী ৮৮৯১ দাগে কতটুকু কিনেছেন তা সুদিনিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। বাদীপক্ষ যেসব হস্তান্তর দলিলের বিষয়ে দরখাস্তে উল্লেখ করেছে সেসব দলিলে নালিশী দাগ উল্লেখ নেই এবং নালিশী দাগে কতটুকু ভূমি খরিদ বা প্রাপ্ত হয়েছে উহা সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই।

বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো তফসিলোক্ত দাগাদির ভূমি নিয়ে পক্ষগনের মধ্যে পটিয়া ১ম মুন্সেফী আদালতে বিভাগ ০১/১৯৬৬ মামলা হয়। উক্ত মামলা সোলেসূত্রে নিষ্পত্তি হয়। উক্ত আপোষ নিষ্পত্তিমতে নালিশী দাগের ভূমি বিবাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল হালিম প্রাপ্ত হয়। সোলেনামার মর্মমতে নালিশী দাগের উত্তরাংশে আবদুল হালিম বসতগৃহ নির্মাণে বহু বছর ধরে বসবাস করে আসিতেছে। অত্র বিবাদীদের দাদার আমলের ঘর জরাজীর্ন হওয়ায় তথায় পাকা গৃহ নির্মানের কাজ করিতেছেন। বাদী তার আরজিতে যে চকবন্দ দিয়েছে তা বাস্তবতার সাথে কোন মিল নেই। বাদীপক্ষ মূলত নির্মান কাজ প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

নালিশী ভূমির বর্তমান অবস্থা নিরিখে স্থানীয় পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন মতে, নালিশী ভূমিতে বসত গৃহ নির্মানের জন্য ০৬ টি বর্গাকৃতির গর্ত করা হয়েছে এবং ০২ টি গর্তে লোহার জালি বসানো অবস্থায় রয়েছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ আর এস ২০৩৯ নং খতিয়ানের আর এস ৮৮৯১ নং দাগের সামিল বি এস ৪২৫ খতিয়ানের বি এস ১৩১৩০ দাগের ১২১ শতকের আন্দরে ৩১.১৪ শতক বাড়ি ভূমিতে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষ মৌরশী, খরিদ হেবা ও ফতু সূত্রে উক্ত ৩১.১৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় এরুপ দাবি সত্যতা প্রতীয়মান হয়। এদিকে বিবাদীপক্ষ হতে হস্তান্তরিত দলিলাদি বিষয়ে তেমন কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। তবে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি নালিশী ও অনালিশী দাগের আন্দরে খরিদ করেছে মর্মে দাবি করলেও নালিশী ৮৮৯১ দাগে কতটুক সম্পত্তি খরিদ করেছেন তা দলিলগুলোতে স্পষ্ঠ নয়। বাদীপক্ষের দলিলাদি পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে। এদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, নালিশী দাগের সর্বউত্তরের অংশীয় ভূমিতে অত্র বিবাদীদের পূর্ববর্তী আবদুল হালিম বিভাগ ০১/১৯৬৬ নং মামলার দাখিলীয় সোলেনামামূলে প্রাপ্ত হয়ে তথায় বসতগৃহ নির্মাণে ভোগদখলে রয়েছেন। উক্ত মামলায় বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল হামিদ ৩ নং বাদী ছিলেন। বাদীপক্ষ অত্র মামলায় উক্ত বিভাগ মামলার বিষয়টি সম্পূর্নরুপে গোপন করিয়াছেন।

সোলেনামার আলোকে দখলের প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ অত্র মামলায় যে চকবন্দ দিয়েছেন তথায় বিবাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল হালিমের অংশ পড়েছে। সুতরাং বাদীর দাবিকৃত চকবন্দে বাদীপক্ষের দখল থাকা বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদনে নালিশী জায়গায় বসতগৃহ নির্মাণের জন্য ০৬ টি গর্ত খোঁড়ার বিষয়ে বলা আছে যাহা বিবাদীপক্ষ নিজেরা করেছেন মর্মে জোরালো দাবি করেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ উক্ত গর্ত করার বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন। যেহেতু কথিত গর্তগুলো নতুন বসতগৃহ নির্মানের জন্য করা হয়েছে মর্মে বিবাদীপক্ষ হতে জোরালে দাবি এসেছে সুতরাং নালিশী সম্পত্তি বিবাদীপক্ষের দখল থাকা বিষয়ে ইতিবাচক অনুমান আসে। তথাপি নালিশী সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে কার দখলে রয়েছে উহা ছড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিরুপিত হবার অবকাশ আছে। অন্তবর্তীকালীন দরখাস্ত নিষ্পত্তি পর্যায়ে দখল বিষয়ে ছড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না বিবেচনা করি। যেহেতু নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখল থাকা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং কথিত বিভাগ ০১/১৯৬৬ মামলার বিষয়টি বাদীপক্ষ গোপন করায় বাদীপক্ষ আদালতে পরিস্কার হাতে আসেন নি সুতরাং বাদীপক্ষ এ পর্যায়ে কোন ধরনে ইকুইটেবল প্রতিকার পাবার হকদার হবেন না।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২০/০২/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম